বদল

শেখর বসু

উকিলবাবুর বাড়ি থেকে বেবার মুখেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শু হয়েছিল। কয়েক - পা যেতে - না - যেতেই ঝমঝমে হয়ে উঠেছিল সেই বৃষ্টি। মাথা বাঁচাবার জন্যে উকিলবাবুর বাড়ি - ফেরতা দুই যুবক ওদিকের পোড়োবাড়ির ঝুলবারান্দার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। অঝোর - ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল, সেই সঙ্গে বাজ পড়ার শব্দ আর বিদ্যুতের চমক। এলাকাটা বোধহয় একটু নিচু, দেখতে - না - দেখতেই জল জমতে শু করেছিল চারদিকে। বাসরাস্তা বেশ - কিছুটা দূরে, আর এই সপথে ট্যাক্সি বোধহয় ঢুকতে চায় না। প্রবল বৃষ্টির ধাক্কায় পথ নিমেষে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল ।

একটু দূরে ল্যাম্পপোষ্টের নিচে এক রিকশাওয়ালা নিজের রিকসারই সওয়ারি হয়ে ত্রিপলের ছাউনি নামিয়ে দিয়েছিল মাথার ওপর। ও-দিকের একটুকরো আগাছা - গজানো জমির কাছ থেকে ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছিল। কে বলবে এটা মধ্য কলকাতা!
উকিলবাবুর বাড়িতে এই দুই যুবক আলাদা - আলাদাভাবে গিয়েছিলেন, কিন্তু দু-জনের কেসের ধরন একই। উকিলবাবু তাই একবার এর মুখের দিকে তাকিয়ে, আর একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওঁর মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন সমানে। দুই যুবকই স্ত্রীকে ডিভোর্স করার পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলেন উকিলবাবুর কাছে।
সফল উকিলমাত্রই ঘোরতর উকিলি বুদ্ধি ধরেন। এবং মায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রথমেই সদাশয় অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন এঁরা। বিবাহবিচ্ছেদ থেকে ভাড়াটেউচ্ছেদ -- যে কোনও ধরনের সমস্যাই হোক না কেন - বলে থাকেন ব্যাপারটা আপনারা আপসে মিটমাট করে নেওয়ার চেষ্টা কন। সেটাই সব চেয়ে ভাল রাস্তা। আর যদি একান্তই না - মেটে - পরে একদিন আসবেন, দেখি আমি কী করতে পারি।
মক্কেলদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ওই একটি কথাতেই কেটে যায়। এই দুই যুবকেরও কেটেছিল। সামান্য আগে - পরে দুজনেই বলেছিলেন মিটমাট আর হওয়ার নয়, ডিভোর্সের স্যুট ফাইল করব বলেই আপনার কাছে এসেছি।
উকিলবাবুর তারপর আধঘন্টা ধরে এই বিষয়ে আইনের সরল এবং ঝাপসা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছিলেন আপনাদের দুটো কেসই যথেষ্ট গোলমেলে, তবে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। হালে আইনের কয়েকটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। দুটো মামলাই আমরা জিতব শেষপর্যন্ত।
টিউটোরিয়াল হোমের শিক্ষকরা একাধিক ছাত্র একসঙ্গে পড়ান বলে মাথাপিছু একটু কম দক্ষিণা নিয়ে থাকবেন। কিন্তু উকিলবাবু একটিমাত্র লেকচার দিয়েই দুজনের কাছ থেকে পুরো ফিজ নিয়েছিলেন। নেওয়াটা অবশ্য আইনসম্মত। কারণ, পরস্পরেরঅচেনা দুই মক্কেল একই ধরনের কেস নিয়ে ঘটনাচক্রে একই সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন।
উকিলবাবুর পরামর্শ নেওয়ার পরে দুই যুবকই পরে একদিন ফোন করে আসার কথা জানিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দু-জনের ভাগ্য বোধহয় একই খাতে বইছে, নইলে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে দু-জনেই কেন এই পোড়োবাড়ির ঝুলবারান্দার নিচে এসে দাঁড়াবেন?
ঝুলবারান্দাটা বিপজ্জনক। বেশ -একটু ঝুলে পড়েছে। বটগাঠের শিকড় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে না - রাখলে হয়তো এখনই

ধসে পড়ত! এমনও হতে পারে, একটু পরেই পড়বে। তবে যাঁদের হৃদয় ভেঙেছে, তাঁরা মাথা ভাঙার পরোয়া করেন না। বৃষ্টির ছাঁট দুজনের গায়েই লাগছিল, কিন্তু কেউ আরও একটু পিছিয়ে গিয়ে জামাকাপড় বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন না। সামনের রাস্তাটা কচ্ছপের পিঠের মতো! দুটো ধার আগেই ডুবে গিয়েছিল, এখন মধ্যিখানেও জল দাঁড়াতে শু করেছে। আকাশে লাল মেঘ। শনশন করে হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি বুঝি আরও তোড়ে নেমেছে। বৃষ্টি, প্লাবন, তারপর গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও এই দুই হতাশাগ্রস্ত যুবকের কিচ্ছু এসে - যায় না। কিন্তু মানুষ হাল ছাড়লেও প্রকৃতি তার স্বভাব ছ াড়ে না। একই ধরনের দুঃখে দুঃখী দু-জন পরস্পরের প্রতি অমোঘ এক টান বোধ করলেন একসময়।

একটু - বেশি - লম্বা মানুষটি মাঝারি উচ্চতার যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ-বৃষ্টি কতক্ষণ চলবে কে জানে! অ াপনি কি কাছাকাছি থাকেন?'

'খুব কাছে নয়, কাঁকুড়গাছিতে। আপনি?'

বাদুড়বাগানে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কি?

আপনার বিয়ে হয়েছে কদ্দিন?

'বছর - সাতেক। আপনার?'

'এই এপ্রিলে আট পূর্ণ হবে। আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না - আমরা একই সঙ্গে উকিলবাবুর কাছে গিয়ে পড়েছিলাম, তার ফলে দু-জনেই কথা খানিকটা - খানিকটা জেনে ফেলেছি--। আমাদের দু-জনের সমস্যা তো একই ধরনের। ওহ্! আপন ার নামটাই তো জানা হল না---। আমার নাম নিপম চট্টোপাধ্যায়।'

'আমার নাম শিবশঙ্কর সেন।'

আর - একবার আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাবার পরে মেঘ ডাকল কয়েকমুহূর্ত ধরে। নিপম একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'শিবশঙ্করবাবু, আপনি আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করতে চাইছেন কেন?'

লম্বা একটা নিশ্বাস ছেড়ে শিবশঙ্কর বললেন, 'যার সমস্যা তার কাছে। অন্যকে বলে বোঝানো কঠিন।'

সহানুভূতি - মাখানো গলায় নিপম বললেন, 'ঠিক। আগে মনে হত, দু - একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়তো সমস্যাটা বুঝতে প ারবে। কিন্তু বলে দেখেছি আমার ধারণাটা ভুল। ওরাও উলটো বোঝে। এখন আর তাই কারও কাছে মুখ খুলি না। তবে উকিলবাবুকে বলতে হবে প্রফেশনাল হেল্প পাওয়ার জন্যে। ব্যস্, আর কারও কাছে মুখ খুলব না।'

'আমিও আপনার সঙ্গে একমত। আসলে সাদামাটা ব্যাপারগুলোর বাইরে লোকে যেতে চায় না। ডিভোর্সের মার্কামারা ব্যাখ্যা। এই যেমন, বউ লুকিয়ে অন্য পুষের সঙ্গে প্রেম করছে, কিংবা উঠতে - বসতে গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে, কিংবা অসম্ভব মারকুটে স্বভাবের ; অথবা শারীরিক দিক থেকে কোনও গোলমাল আছে, কিংবা পাগল ---। আরে বাবা, এর বাইরে কি আর - কোনও সমস্যা থাকতে পারে না, পারে। হাজার রকমের জটিল সমস্যা আছে। ওইসব সমস্যা এমনিতে হয়তো দেখতে ছোটোখাটো, কিন্তু জমতে - জমতে পাহাড় হয়ে যায় একসময়। তখন জীবনের সব আনন্দ মুছে য ায়। চবিবশ ঘন্টা নিরানন্দ হয়ে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে কোনও তফাত নেই। সব মানুষ তো আর অঙ্কের নিয়মে লাভ - লোকশান বুঝে চলে না। কিছু - কিছু মানুষ আছে যারা একটু বেশিমাত্রায়, কী বলব---'

'অনুভূতিপ্রবন, স্পর্শকাতর।'

'এগজ্যাক্টলি।'

আর - একবার আকাশ চিরে বিদ্যুতের শিরা - উপশিরা ছড়িয়ে গেল, আরও - একবার ধারাবাহিক মেঘ ডাকার আওয় াজ উঠল। তারপর দুই যুবক আরও কাছাকাছি এগিয়ে এলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস আরও - একবার বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল নিপমের। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমার বউ জীবনে কাউকে কখনও প্রশংসা করতে পারেনি। এটা যে কত বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, কাউকে বলে বোঝানো অসম্ভব।'

'হয়তো অসম্ভব নয়। কেউ -কেউ ঠিক বুঝতে পারবে। আপনি বলুন তো--- 'চাপা ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল নিপমের গল ায়। 'সব শুনে আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দেবেন?'

‘একেবারেই নয়। আপনার স্ত্রীর বিদ্ধে আপনার অভিযোগগুলো আদালতে আপনাকেই তো সাজিয়েগুছিয়ে বলতে হবে। আপনি ডিভোর্স পাবেন কি না, আপনার কথা শুনেই তো ঠিক করবেন বিচারক। ভেবে নিন আপনি সেই মহড়াই দিচ্ছেন এখন।’

শিবশঙ্করের কথায় হতাশাগ্রস্ত নিপম হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে উঠে বললেন, ‘আপনি তো দাণ বলেছেন! ডিভোর্স পেতে গেলেও হোমওয়ার্ক দরকার। আমি আপনাকেই বিচারক ধরে নিয়ে আমার দুঃখের কথা বলছি---।’

শিবশঙ্করের শরীরের মধ্যেও বেশ - একটা চনমনে ভাব খেলে গিয়েছিল। ‘বলুন। আপনারটা শেষ হলে আমারটা বলব। আপনি আমার অর্ডারটা ঠিক করে দেবেন, আমি আমার স্ত্রীর পয়েন্টগুলো আগে বলতে চাই। আমার বউ যাকে বলে র ামঢলানি---’

নিপম একটু ঈর্ষাকাতর মানুষের গলায় বললেন, ‘আপনি তো লাকি মশাই! আপনার প্রথম পয়েন্টটাই তো ভীষণ স্ট্রং। অ াপনি চট করে ডিভোর্স পেয়ে যাবেন। এর - তার সঙ্গে ঢলাঢলি, তার মানে ঋাসহীনতা। একটু শত্ত বাংলায় যাকে বলে ব্যভিচার। আপনি চাইলেই ডিভোর্স পেয়ে যাবেন।’

আরও - একবার বুক ঠেলে দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল অনুপমের। ‘ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমার বউ পাঁচজনের সঙ্গে ঢলাঢলি করলেও একেবারে সতীসাধবী। গোলমালটা তো সেখানেই। আপনার ব্যাপারটা আগে বলুন, তারপর আমি অ ামারটা বলছি।’

বৃষ্টি আগের মতোই অঝোর ধারায় পড়ছিল। সামনের রাস্তার মধ্যিখানে কচ্ছপের পিঠের মতো যে - উঁচু জায়গাটা ছিল, সেখানেও জল জমে গেছে এখন। এ-দিকে তো হাঁটু জল। বৃষ্টি কখন ধরবে কে জানে! জল জমতে - জমতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দু-জনের কেউই আন্দাজ করতে পারছিলেন না। বাঁচোয়া, ঝুলবারান্দার নিচে আদ্যিকালের এই রকটা বেশ উঁচু। রাস্তার জমা - জল ছলাৎ - ছলাৎ - ছলাৎ - ছল করে রকের ধারে এসে ভাঙছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে নিপম বললেন, ‘নেমন্তন্নবাড়িতে আমরা কত খারাপ খাবার খাই। কিন্তু যাঁরা নেমতন্ন করেছেন, তাঁদের কেউ ‘কেমন খেলেন’ জিজ্ঞেস করলে কি খারাপ বলতে পারি? না। উলটে মিথ্যে কথাই বলতে হয়। বলি --‘দাণ খেলাম’। তাই না?’

সায় দিলেন শিবশঙ্কর।

আমার মুখ খুললেন নিপম। ‘বছর আটেক বিয়ে হয়েছে আমার। কলকাতার ওপর বিস্তর আত্মীয়স্বজন আমাদের। বিয়ের পরে প্রতি - সপ্তাহেই দু-তিনটে করে নেমতন্ন লেগে ছিল। আমার বউয়ের নাম সোনালি। নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হত। নতুন বউকে খাওয়ানো বলে কথা! প্রতিটি জায়গাতেই অঢেল আয়োজন হত। কত রকমের রান্না। প্রতিটি পদই ছিল দুর্ধর্ষ। খেতে - খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করতাম। খাওয়ার পরেও প্রশংসা। জোর করে প্রশংসা কর া নয়। অত যত্নআত্তি করে ভালমন্দ খাওয়ালে ভাল - ভাল কথা তো মুখে আপনা - আপনিই এসে যায়। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলাম---সোনালি কোথাও খাওয়াদাওয়া নিয়ে একটা কথাও বলে না। আমি রান্নাবান্না নিয়ে প্রশংসার তুবড়ি ছোটাই -- ও নিজে থেকে ভাল বলা তো দূরের কথা,আমার কথায় সায় পর্যন্ত দিতে পারে না। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো? যারা বাড়িতে ডেকে এনে তরিবত করে রাঁধা দশরকম পদ খাওয়ায় -- অতিথিদের কেমন লাগল তাদের তো একটু জানতে ইচ্ছে করবেই। কেউ - কেউ একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতেও চাইত -- কেমন খেলে, কিন্তু ও - নিয়ে সোনালি একটা কথাও বলেনি কখনও। আমার রীতিমত অস্বস্তি হত। প্রথম - প্রথম সোনালিকে ও - নিয়ে আমি কিছু বলতাম না। খেতে যে ওর খারাপ লাগেনি, তা তো ওর খাওয়া দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু অবাক কাণ্ড,ও - নিয়ে একটা কথাও বলত না।’

‘আপনি এ-নিয়ে কিছু বলেননি আপনার স্ত্রীকে?’

‘প্রথম - প্রথম বলিনি, পরে বলেছি। বলেছি, ওরা তোমাকে বাড়িতে ডেকে এনে কত যত্ন করে খাওয়ায়। অথচ কেমন খেলে তা নিয়ে তো একটা কথাও বলল না। তোমার কি খেতে খারাপ লাগে। উত্তরে বলত, কেন খারাপ লাগবে? আমি বলত াম -- অমিকত ভাল - ভাল বলি, তুমি বললেও তো পারো। না, একজন বলাটা যথেষ্ট নয়। আমি তো এ-বাড়ির ছেলে, আমার মতামত নিয়েওদের মাথাব্যথা নেই। ওরা তোমার কথাই শুনতে চায়। তখনও ওই একটাই জবাব একজন

বললেই যথষ্টে। বলতাম, বেশ এ-বার থেকে ওই একজন তুমিই হবে। কেমন খেলাম -- তা নিয়ে আর একটা কথাও বলব না আমি। কিন্তু বলাই সার। পরের নেমন্তন্নগুলো খাওয়ার পরে আমি ইচ্ছে করেই চুপ করে থাকতাম। কিন্তু রান্নার ভালমন্দ নিয়ে ওর মুখ থেকে একটা কথাও বার হত না। মনে হবে, এগুলো খুব তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু আদপেই তা নয়। আমার জায়গায় অন্য - কেউ থাকলে তারও অমন মনে হত। এই নিয়ে আমার সঙ্গে একটু রাগারাগিও হয়ে গিয়েছিল সোনালির। দু - একবার দু- চারদিনের জন্যে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি তাতে।'

'আপনার স্ত্রী কি খুব লাজুক প্রকৃতির? আর পাঁচজনের সঙ্গে গল্পটল্প করার ব্যাপারে -- মানে, সবাই তো সব কিছু পারে না।'

'না, একেবারই লাজুক স্বভাবের নয়। পাঁচজনের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে গল্প করতে পারে। একটাই সমস্যা -- কারও বা কোনও কিছুর প্রশংসা করে একটা কথাও বলতে পারে না। এ এক অদ্ভুত রোগ। সে-বার আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটা সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল। কী দাণ ব্যাপার! আমাদের পুরনো পাড়া। পাড়ার সবাই খুব খুশি। আমাদের খুশির মাত্রা একটু বেশি। কারণ প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব কাছের। একদিন বাবা - মা আর কৃতী সন্তানকে নেমন্তন্ন করলাম বাড়িতে। আসার পরে ছেলেটাকে নিয়ে প্রশংসার খই ফুটছিল আমার মুখে। মনে হচ্ছিল, আমাদের বাড়িরই কেউ বোধহয় ফার্স্ট হয়েছে। খাওয়াদাওয়া হল, ছেলেটাকে একটা ঘড়ি আর কলম উপহার দিলাম। সোনালিই উপহারদুটো কিনে এনেছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড! ছেলেটাকে প্রশংসা করে একটা কথাও বলতে পারল না! সোনালি ওই ব্যাপারে অত ঠাণ্ডা থাকার জন্যে ছেলেটার বাবা-মা বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। ওরা চলে যাওয়ার পরে সোনালিকে বলেছিলেন, তুমি তো ছেলেটাকে একবার কনগ্রাচুলেশন্‌স জানাতে পারতে। উত্তরে সোনালি একটু চটে গিয়ে বলেছিল, সব কথা অত মুখে বলার কী দরকার! অদ্ভুত ব্যাপার! মুখে না বললে লোকে মনের কথা জানবে কী করে!'

শিবশঙ্কর একটু বুঝি আপত্তি তোলার গলায় বললেন, 'কিন্তু এ-রকম ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব বেশি ঘটত না।--'

অসহিষ্ণু মানুষের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন নিপম, 'পদে - পদে ঘটত। এমনিতে ছোটখাটো ব্যাপার, কিন্তু পরের - পর ঘটতেথাকলে বিষয়টা আর ছোট থাকে না। সে - বার আমার এক বন্ধুর বিয়ে---। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ওই ছিল শেষ ব্যাচেলার। ওর বিয়েতে খুব খুব হইচই করেছিলাম আমরা। বিয়েতে যাব বলে আমাদের বউরা বিউটি পার্লারে সাজতে গিয়েছিল। সবাই সেজেগুজে আসার পরে আমরা একটা টাটা সুমোতে চেপে বিয়েবাড়ির পথে রওনা হয়েছিলাম। মেয়েরা সাজগোজ নিয়ে হইচই করে কথা বলছিল। একটাই কথা ঘুরে - ফিরে আসছিল বারবার আমাকে কী বিচ্ছিরি সাজিয়েছে, তোর সাজটা কী সুন্দর! সব বউয়ের মুখে পালা করে ঘুরছিল কথাটা। কিন্তু এই ব্যাপারে সোনালি একদম চুপ। কাউকে একবারও বলতে পারল না -- তোমাকে কী সুন্দর সাজিয়েছে! আমার ওই বন্ধুর নাম পার্থ, পার্থর বউয়ের মতো সুন্দরী মেয়ে আমি আজ পর্যন্ত আর - একজনও দেখিনি। ডানাকাটা পরি বললেও কম বলা হয়। আমরা তো দেখে থ! তারপর নিজেদের মধ্যে নতুন বউয়ের রূপের প্রশংসা জুড়ে দিয়েছিলাম একসঙ্গে! সবার মুখে একটাই কথা, কেবল সোনালি ছাড়া। এই ব্যাপারে সোনালি বুঝি মুখে চাবি এঁটে বলেছিল।...আচ্ছা বলুন তো, পুজোর ঠিক আগে - আগে কারও বাড়িতে গেলে মেয়েদের মধ্যে কোন্ টপিকটা উঠবেই?'

'কোনটা?'

'নতুন - কেনা পোশাকআশাক, বিশেষ করে শাড়ি নিয়ে কথা। কে কী শাড়ি কিনেছে, তাই নিয়ে কথা শু হয় একসময়। তারপর খাটের ওপর শাড়ি বিছিয়ে শাড়ি দেখানো চলে। সোনালি শাড়িগুলো হাতে নিয়ে দেখত, কিন্তু কখনও বলতে পারত না --- কীদাণ শাড়ি! অস্বস্তিকর অবস্থা না ? আসলে, ভাল কথাটা ওর মুখে আসে না। আমার এক বন্ধু নামকরা সাহিত্যিক। ওর বই পড়েকেঁদে ভাসায় সোনালি। কিন্তু একটা দিনের জন্যেও লেখককে বলতে পারেনি-- আপনার অমুক লেখাটা আমার দাণ লেগেছে। আমি বন্ধুকে বলেছি, তোমার লেখা পড়ে আমার বউ চোখের জল ফেলে। কিন্তু বন্ধুর সামনে ওর লেখা নিয়ে সোনালি একটা কথাও বলতে পারেনি কখনও। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো! ভাল বলাটা ওর ধাতে নেই। শুধু বাইরের ব্যাপারে নয়, নিজেদের বেলাতেও তাই । আমার বেড়াবার খুব শখ ছিল। সোনালিকে নিয়ে যে কত সুন্দর - সুন্দর জায়গায় গিয়েছি, তার ঠিক- ঠিকানা নেই।সে - বার সিমলায় যা বরফ পড়েছিল না! ওই দৃশ্য দেখলে বুঝি বোবার মুখেও কথা ফোটে। আমার তো খুশির সীমা ছিল না। কিন্তু সোনালি চুপ - তো - চুপ। এ - সব

ক্ষেত্রে উপভোগ কথাটা দু - জনের ব্যাপার। একজন হইচই করছে আর একজন মুখে নিমেরপাচন নিয়ে বলে আছে -- এ-ভাবে কি জীবন কাটানো যায় ? ইদানীং আরও একটা উপসর্গ জুটেছে। হঠাৎ-হঠাৎ কাউকে দেখে বলে বসে ---এ মা ! তে ামার চেহারাটা কী খারাপ হয়ে গেছে! চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, সেটা আগ বাড়িয়ে বলছ, ভাল থাকার সময় তো বলোনি। কিংবা, ইশ্! তোমার গায়ের রং একদম পুড়ে গেছে। রং পুড়ে যাওয়ার কথা গলা তুলে বলছ, কিন্তু গায়ের রং যখন খুব ফসসা ছিল -- তখন তো একবারও মুখ ফুটে কথাটা বার হয়নি। কত বলব আপনাকে! এমন ঘটনা দিনের পর দিন ঘটতে থাকলে তিক্ততা, বিস্বাদ, ব্যবধান প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যায়। বেড়েও গেছে। আমি তাই ডিভোর্স চাই।'

বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে, তবে আগের মতো জোড়ে নয়। শনশনে হাওয়াটা থেমেছে। রাস্তাটা তলিয়ে গেছে জলের তল ায়। ছোট - ছোট ঢেউ উঠছে জলে। শিবশঙ্কর পকেট থেকে মাল বার করে মুখ - মাথা মুছে নিয়ে বললেন, 'আমার বউয়ের ব্যাপারটা ঠিক উলটো। রাম - শ্যাম যদু - মধু যে-ই হোক না কেন, প্রথম আলাপেই তার সঙ্গে বিপাশা এমন আ দিখ্যেতা জুড়ে দেবে, কী বলব! অস্বস্তিকর বললেও কম বলা হয়। প্রথম - প্রথম আমি ইগনোর করতাম, পরে বোঝানো শু করেছিলাম। বলতাম -- দ্যাখো, তোমার তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তুমি ভদ্রঘরের লেখাপড়া - জানা মেয়ে। আম ারও একটা পরিচিতি আছে। প্রথম আলাপেই ওইভাবে গায়ে - পড়া ভাব দেখালে লোকে তো উলটো বুঝতে পারে। বুঝতও। ডজন ডজন প্রেমপত্তর পেত বিপাশা।'

একটু কৌতুহলী হয়ে নিপম জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেমপত্র পাওয়ার পরে কী করতেন আপনার স্ত্রী ?'

শিবশঙ্কর একটু চড়া গলাতেই জবাব দিলেন, 'নাকিকান্না কাঁদতে - কাঁদতে সেই প্রেমপত্তর আমাকে দেখিয়ে বলত এমা ! ছিছি! আমার গা - হাত - পা কাঁপছে! আমি বলতাম এটা তোমার দোষেই। ওইরকম গায়ে - পড়া ভাব দেখলে লোকে তো ভুল বুঝবেই। পাঁচটা বদলোকও সুযোগ নেওয়ার তাল করবে। তোমার কথাবার্তা, আচার - আচরণ সভ্যভব্য করে া। কেউ তা হলে আর অসভ্যতা করার সাহস পাবে না।'

'কী বলতেন আপনার স্ত্রী তার উত্তরে ?'

'চটেমটে লাল হয়ে বিপাশা বলত, আমি যথেষ্ট সভ্যভব্য হয়ে চলি। আসলে পাঁচজনের সঙ্গে আমার সহজ হয়ে মেলামেশ াটা তুমি সহ্য করতে পারো না। আমি বলতাম যাব্ বাবা ! আলাপ হতে - না - হতেই গায়ে ঢলে পড়লে তুমি, প্রেমপত্তর পেলে তুমি; আর দোষ হয়ে গেল আমার!'

কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল নিপমের। 'আপনার এই কথার জবারে কী বলতেন ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন শিবশঙ্কর। 'তক্কো জুড়ত। বলত যে হ্যান্ডসাম তাকে হ্যান্ডসাম বলতে দোষ কোথায় ? কারও একমাথা ক ালোকোঁকড়ানো চুল থাকলে আমি তো মজা করে বলতেই পারি --- আমার খুব সাধ ছিল, আমার যেন এইরকম চুলওয় ালা একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় ! কেউ হাসির কথা বললে তার হাত চেপে ধরা, পিঠে কিল মারা আমার ছোটবেলার স্ বভাব। বিশ্বাস না - হলে আমার মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো। এর কী জবাব দেব বলুন ? বলতাম, তোমার এখন ছোটবেলা না বড়বেলা !'

বৃষ্টি আর - একটু ধরে গেছে। ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল ভেঙে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু- চারটে লোক। রাস্তার দিকে একবার চোখ ঘোরাবার পরে আবার মুখ খুললেন শিবশঙ্কর। 'কথায় বলে না স্বভাব যায় না মলে। আমাদের সাতবছরের বিবাহিত জীবন, কিন্তু বিপাশার ওই স্বভাবটা পালটাতেই না - পেরে আমি নিজের জীবনের ওপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি। এমন সংসার করার চাইতে না - করা ভাল। প্রায় - নিয়মিতভাবে বিপাশাকে জড়িয়ে বিচ্ছিরি - বিচ্ছিরি মন্তব্য কানে আসে। বিপাশার চরিত্র খারাপ নয়। হলে, প্রেমপত্তরগুলো লুকিয়ে ফেলত। এখনও সব প্রেমপত্তর আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে ছি - ছি, কী বাজে ব্যাপার ! আমার গা হাত - পা কাঁপছে! কিন্তু ও ওর ঢলানি - স্বভাব ছাড়াতে পারবে না কিছুতেই। পারবে না বলেই ওকে ডিভোর্স করা ছাড়া আমার সামনে আর - কোনও পথ খে ালা নেই। ওকে - লেখা বিস্তর প্রেমপত্তর পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেছে। বাকি যা আছে তা-ও অনেক। ওগুলো আমি ডকুমেন্টাল এভিডেন্স হিসেবে কোর্টে প্রোডিউস করব।'

মৃদু আপত্তি তোলার গলায় নিপম বললেন, 'কিন্তু ওই চিঠিগুলো আপনার পক্ষে যাবে বলে মনে হয় না।'

'কেন যাবে না ? ওগুলো কি প্রেমপত্তর নয় ?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র। কিন্তু আপনার স্ত্রী তো ওগুলো লেখেননি। লিখেছে বাইরের লোক। লিখতেই পারে। কিন্তু বাইরের লোকের বাঁদরামোর জন্যে নির্দোষ মানুষ শাস্তি পাবে কেন? বরং আদালত ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখতে পারে---'

একটু বুঝি অসহায় দেখাল শিবশঙ্করকে। তারপরেই উনি চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'বিচারকরা স্থির - বুদ্ধির মানুষ, তাঁরা কাঁচা পথে ভাবতে যাবেন কেন? যে - মহিলা এত প্রেমপত্তর পায়, তার আচার - আচরণ চলাফেরার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রোভোকেটিভ কিছু আছে। সোজা বুদ্ধির মানুষদের এই কথাটাই মনে হবে। কিছু মনে করবেন না, প্রশংসা করতে না - পারার জন্যে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনার ওই দুর্ভাবনা একটু বাড়াবাড়ি গোছের। আপনার স্ত্রী সভ্যভব্য, মার্জিত, কোথাও - কোথাও হয়তো একটু কম কথা বলেন, বা চুপ করে থাকেন। আপনি সেটাকে দোষ বলে ধরছেন, আমার কাছে সেটা গুণ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিপম বললেন, 'জীবনীশক্তি মানেই একটু বাড়াবাড়ি, নির্জীব মানুষরা এটা মেনে নিতে পারে না। আপনার স্ত্রী যে - কাউকে নিয়ে মেতে উঠতে পারেন চট করে, এটা তো মস্ত বড় গুণ! কিছু মনে করবেন না, ওই গুনের কদর করার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, উটকো লোকেদের কাছ থেকে পাওয়া স্ত্রীর প্রতিটি প্রেমপত্র নিয়ে আমি এক-একটা পার্টি থ্রো করতাম। বিয়ের পরে এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে, অথচ আমার স্ত্রী এখনও গাদা - গাদা প্রেমপত্র পাচ্ছে--- এর চাইতে মজার ব্যাপার আর কী হতে পারে!'

জবাব খুঁজে পেতে একটু বুঝি দেরি হয়েছিল শিবশঙ্করের, কিন্তু দেরি হলেও ওঁর কথার মধ্যে এ-বার বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠেছিল। একটু কেটে - কেটে শিবশঙ্কর বলছিলেন, 'দুই বিপরীত প্রান্তের দুটো মানুষের মধ্যে মূল তফাতটা কোথায় জানেন? চির প্রশ্ন। আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে বলছি না -- আপনার স্ত্রীর মতো স্ত্রী পেলে আমি মাথায় করে রাখতাম।'

এর পরে যা ঘটেছিল, তেমন ঘটনা বোধহয় গল্প - উপন্যাসের পাতাতেও চট করে ঘটে না। না - ঘটুক, সত্য শেষপর্যন্ত সত্যই। পাঠকদের কৃপাদৃষ্টি পাওযা না - পাওয়া নিয়ে সত্যি ঘটনার কোনও মাথাব্যথা নেই। সে-দিন বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে ছপছপ করে জল ভাঙতে - ভাঙতে নিজেদের জায়গা বদল করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছিলেন দুই যুবক। পদ্ধতিও ছিল পাকা। বিবাহবিচ্ছেদের এবং পুনর্বিবাহ। বাসস্থানে বদল হয়নি, শুধু দুই গৃহস্বামী বদল হয়ে গিয়েছেন। সর্বশেষ খবর বলছে -- শিবশঙ্কর - সোনালি এবং নিপম - বিপাশা দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছেন।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com